সংবাদ

তারিখ 03 OCT 2007 পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

জাতীয়তাবাদীদের দাপটে বিপর্যস্ত জগন্নাথ ভার্সিটি

নিয়োগবাণিজ্য ও আর্থিক অনিয়মের নানা অভিযোগ

বাকী বিল্লাহ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরুতেই নয়া প্রশাসন নিয়োগবাণিজ্য থেকে শুরু করে ব্যাপক অনিয়মে জড়িয়ে পড়েছে। জোট সরকারের আমলে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া ভিসি এ অনিয়মের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। তার অনিয়মের সহযোগিতার জন্য তিনি পছন্দের লোককে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপপরিচালক (অর্থ) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। তার বিরুদ্ধেও আর্থিক : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ১

আর্থিক : অনিয়মের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। নিয়োগ-বাণিজ্য, দলীয়করণ, আর্থিক অনিয়মসহ সব ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে বলে বিভিন্ন সূত্র দাবি করছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে গিয়ে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, অনিয়মের অভিযোগ সঠিক নয়, সাজানো। একটি মহল তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ রটিয়েছে। তবে তিনি পরীক্ষার ফান্ড থেকে সম্মানী নেয়ার কথা স্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন, গত দেড় বছরে একটি পয়সাও অনিয়ম হয়নি বা করিনি। নিয়োগবাণিজ্যের অভিযোগ সঠিক নয়। বরং তিনি ইউনিভার্সিটির উন্নয়নে কাজ করছেন। এ ইউনিভার্সিটির দখল হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারে চেষ্টা করছেন বলে তিনি দাবি করেন।

খোঁজ নিয়ে ও শিক্ষকদের অভিযোগের ভিত্তিতে পাওয়া তথ্য মতে, জোট সরকারের আমলে দলীয় বিবেচনায় প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খানকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না দিয়ে হারিছ চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পরিচয়ে এবং জিয়া পরিষদের সক্রিয় সদস্য হওয়ার কারণে সরকারের শেষ সময়ে তাকে ভিসি হিসেবে এ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনিক অদক্ষতা ও

গাড়িচালক ও এমএলএসএস পদের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিটি ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত হয় এবং সেই মতে মন্ত্রণালয় গত ২৬-০৮-২০০৫ এবং ২৮-০৮-২০০৫ ইং তারিখে গ্রেড অনুযায়ী

তহবিল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি। একনেক-এ পাস হওয়া পিপিতে, গ্রন্থাগার ভবনটি সংস্কারের জন্য ২২.৫ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। বিশতলা ভবনটির নির্মাণসামগ্রী নিম্নমানের হওয়ায় দিনের বেলা কোন কাজ ও মালামাল না এনে রাতে মালামাল এনে কাজ করা হচ্ছে। নিম্নমানের কাজের কারণে ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তাই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞ দ্বারা তদন্ত করা প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

উল্লেখ্য, একনেক অনুমোদিত (পিসিপি এবং পিপিতে) তদারকি টপ সুপারভিশনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের ওপর। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই কাজ করছে। গত ২০০৬-০৭ অর্থবছরে সরকারের কাছ থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৪ কিস্তিতে ১৬ কোটি ৭২ লাখ টাকা ছাড় করার কথা থাকলেও ভিসি ও ট্রেজারারের প্রশাসনিক অদক্ষতার কারণে ২ কিস্তির টাকা অর্থাৎ ৮ কোটি ৪৬ লাখ টাকা সরকারের কোষাগারে ফেরত গেছে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ শেষ হবে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম কিস্তির টাকা ছাড় করা হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রকল্পের মেয়াদ বাড়াতে চায় তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৬ মাস পর্যন্ত অর্থাৎ জুন ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বাড়াতে পারবে। তারপরও প্রকল্পের সময় বাড়াতে হলে এবং চলে যাওয়া ২ কিস্তির টাকা ফেরত আনতে হলে একনেকের অনুমোদন লাগবে। প্রকল্পের ৭ তলা বিল্ডিংয়ের শুধু বেইজমেন্টের ছাদের ঢালাই হয়েছে। আরও ৭টি ছাদের ঢালাই এবং বিল্ডিং ব্যবহারোপযোগী করতে হলে কমপক্ষে ২ বছর ৬ মাস সময়ের প্রয়োজন। বাস্তবে কোনক্রমেই ভিসি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে পারবেন না। এ বছরে মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিভাগে এমবিএ খোলা হয়েছে। ফলে লাইব্রেরি ও ক্লাসরুমের অভাবে হাজার হাজার শিক্ষার্থী দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।